ট্যাক্সির ধাক্কায় মৃত্যু

হবিবপুর, ১৩ জুন ঃ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৫ বছরের এক শিশুর। ঘটনাটি ঘটেছে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হবিবপুর ব্লকের বাহারগোলা এলাকায়। একটি ট্যাক্সির ধাক্কায় শিশুটির মৃত্যু হয়। মৃত শিশুটির নাম খোকন সরকার। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ক্ষুব্ধ মানুষজন বেশ কিছুক্ষণ এলাকায় পথ অবরোধ করে। স্থানীয় ও পুলিশসূত্রে জানা যায়, ঋষিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহারগোলা এলাকা দিয়ে মঙ্গলবার সন্ধেয় একটি ট্যাক্সি শ্রীরামপুর যাওয়ার পথে একটি শিশুকে ধাক্কা মারে। রক্তাক্ত অবস্থায় শিশুটি লুটিয়ে পড়ে। শিশুটিকে বুলবুলচণ্ডী আরএন রায় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এরপরই স্থানীয় মানুষজন বাহারগোলা এলাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ প্রশাসন আলোচনা করে অবরোধ তুলে দেয়।

আজ শুরু

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে রুশ ফুটবল গুন্ডাদের রক্তক্ষয়ী হাতাহাতির ঘটনার সুবাদে। কিন্তু যাঁরা বিদেশের মাটিতে খেলা দেখতে যান, তাঁদের বেশিরভাগই কোনো না কোনো ক্লাবের উগ্র সমর্থককুল 'আলট্রাস'–এর সদস্য। বেশিরভাগ রুশই আপনার, আমার মতো সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ, যাঁরা কাজের মাঝে ফুটবল নিয়ে আবেগের টানে স্টেডিয়ামে যান। আর যে গুন্ডারা ইউরোতে ঝামেলা বাধিয়েছিল, শুধু তারাই নয় আরও অনেক মার্কামারাদের আগে থেকে চিহ্নিত করার কাজটা শুরু হয়েছিল। ম্যাচ দেখতে গেলে যে ফ্যান আইডি লাগবে, তা বরাদ্দ হয়নি তাদের জন্য। ঝামেলা বাধালে হাজতবাস করতে হবে এই ভয়টা নরমে–গরমে ভালোমতোই তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। আর জেনিথ, সিএসকেএ, স্পার্টাকের মতো দলের খেলায় উচ্ছৃঙ্খল দর্শকদের বাগে আনার কাজটা ভালোমতোই করে থাকে পুলিশ। বিশ্বকাপের দূত ভিক্টোরিয়া লোপয়েরেভা বলছিলেন, 'এখানে দর্শকরা লড়াই করবেন বলে ফুটবল দেখতে আসেন না। ফুটবলের মাধ্যমে সবাই একসূত্রে বাঁধা পড়বেন, সেটাকেই উপভোগ করতে, আনন্দে মাততে ও সুন্দর ফুটবল দেখার মানসিকতা নিয়েই রয়েছেন রুশরাও। বিশ্বের সবথেকে বড়ো মাপের ফুটবলাররা খেলতে নামবেন, আর মিলিয়ে নেবেন সবথেকে নিরাপদ বিশ্বকাপ উপহার দেবে রাশিয়া।'

বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে বিশ্বকাপের মাঝে চিন্তাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের লেফট ব্যাক ড্যানি রোজ। পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে তাদের রাশিয়ায় আসতে বারণ করে অনেকের শঙ্কা বাড়িয়েছিলেন তিনি। বর্ণবৈষম্যমূলক পরিস্থিতি নিয়ে কিছুটা চিন্তা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যেভাবে সেটা তুলে ধরা হচ্ছে তেমনটা মোটেই নয়। গত সেপ্টেম্বরে জাতীয় দলের ম্যাচে বর্ণবিদ্বেষের ঘটনার জেরে ফিফা জরিমানা করেছিল রাশিয়াকে। এবারে বিশ্বকাপের সময়ে অপ্রীতিকর অবস্থা সামলাতে স্টেডিয়ামের বিভিন্ন স্ট্যান্ডে উপস্থিত থাকবেন গুপ্তচররা। পরিস্থিতি বেগতিক হলেই তারা পুলিশকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন। এতো গেল নিরাপত্তার বিষয়। রুশরা ঠিক কেমন, সেটা কয়েকটা উদাহরণ দিয়ে অন্তত জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। কৃষ্ণাঙ্গ হলেও পল পোগবা, ওসমান ডেম্বেলে বা সাদিও মানের গুণমুদ্ধের সংখ্যা কিন্তু কম নয় রুশ তরুণদের মধ্যে। বিদেশিদের আপন করে নেওয়ার ক্ষেত্রেও তারা পিছিয়ে নেই। স্পার্টাক সমর্থকরা কুইন্সি প্রোমেসকে ঘরের ছেলের মতো আপন করে নিয়েছিলেন। সিএসকেএ'তে ভাগনার লাভ, কেইসুকে হোন্ডা এবং লোকোমোটিভের চলতি মরশুমের খেতাব জয়ের দুই নায়ক ম্যানুয়েল ফার্নান্ডেজ ও জেফারসন ফারফান যথেষ্টই সমর্থকদের মনের কাছে।

ভদকা খেয়ে আর বাহারি টুপি পরে ঘুরে বেরিয়ে দিনযাপনই রুশদের সবটা নয়। গতবছর কনফেডারেশনস কাপের সময়ে চিলি, মেক্সিকোর সমর্থকরা রুশদের সঙ্গে একত্রে মনখুলে আড্ডা মেরেছেন। দুই দেশের পতাকা গায়ে হাসিমুখে ভিনদেশি সমর্থকদের সঙ্গে ছবিতে ভরে গিয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া। ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, লিভারপুল ও আর্সেনাল সমর্থকরা উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছেন প্রতিবার। গত আটবছরে চারবার রাশিয়ায় খেলে গিয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের খেলা দেখতে রাশিয়ার টিকিট নিশ্চয়ই সবার আগে তারাই কেটেছেন।

প্রেমিকার গলায় ব্লেড চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা প্রেমিকের

গাজোল, ১৩ জুন ঃ সম্পর্কের টানাপোড়েনের জের। প্রেমিকার গলায় ব্লেড চালিয়ে নিজের গলাতেও ব্লেড দিয়ে আঘাত করে খোদ প্রেমিক। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটে গাজোলের নয়াপাড়া শালবোনা মোড় এলাকায়। বর্তমানে দু'জনেই মালদা মেডিকেল কলেজে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভরতি রয়েছে। ঘটনার জেরে গোটা গাজোল জুড়ে ছড়িয়েছে তীব্র আলোড়ন। অভিযুক্ত প্রেমিকের নাম দীপঙ্কর বিশ্বাস (২০)। বাড়ি গাজোলের ময়নার চম্পাদিঘি গ্রামে। আহত প্রেমিকার নাম রত্না মণ্ডল (১৮)। তার বাড়ি গাজোল শহর লাগোয়া শালবোনা মোড় এলাকায়।

ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে রত্নার জ্যাঠতুতো বউদি রীনা মণ্ডল জানালেন, প্রায় ৮–৯ মাস ধরে সম্পর্ক রয়েছে দু'জনের। মাসখানেক আগে রত্নাকে নিয়ে দিল্লি পালিয়েও যায় দীপঙ্কর। এরপর গাজোল থানায় মিসিং ডায়ারি করা হয়। দিন আটেক আগে রত্নাকে ফিরিয়ে আনা হয়। মঙ্গলবার সন্ধেবেলা তাঁর ছেলের সঙ্গে খেলছিল রত্না। সেই সময় আচমকা রত্নার গলায় ব্লেড চালিয়ে পালিয়ে যায় দীপঙ্কর। এরপর গুরুতর আহত অবস্থায় রত্নাকে নিয়ে যাওয়া হয় গাজোল হাসপাতালে। পরে তাকে মালদা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়।

ওদিকে, রত্নার গলায় ব্লেড চালিয়ে দিয়েই উধাও হয়ে যায় দীপঙ্কর। কিছুক্ষণ বাদে লোকমুখে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, গলায় আঘাত নিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একথা জানার পরই পিডব্লিউডি মোড় এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করে গাজোল থানার পুলিশ। তাকেও নিয়ে যাওয়া হয় গাজোল হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকেও পাঠিয়ে দেওয়া হয় মালদা মেডিকেল কলেজে। দীপঙ্করের পরিবারের পক্ষ থেকে তার মা জানান, রত্নার জন্যই আজকে এই অবস্থা হয়েছে। প্রায় ৯ মাস ধরে তাদের সম্পর্ক। রত্নাই ১০ হাজার টাকা নিয়ে দীপঙ্করের সঙ্গে দিল্লি চলে যায়। কিন্তু দিন আটেক আগে রত্নাকে নিয়ে চলে আসে ওর বাবা। এরপরই দীপঙ্কর পাগলের মতো হয়ে যায়। এর জেরেই হয়তো সে এঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে।

তবে দীপঙ্করের মায়ের জবানবন্দিতে কিছু অসঙ্গতি দেখা গেছে। একবার তিনি বলছেন, ৮–৯ মাস ধরে সম্পর্ক। আবার কখনো বলছেন, দেড় বছর ধরে দিল্লিতে ছিল ওরা দু'জনে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাজোল থানার পুলিশ। **–সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

গাজোল হাসপাতালে তদন্তে পুলিশ। ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

রোগীর মৃত্যুতে চাঁচল হাসপাতালে ভাঙচুরের জের

কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদে চিকিৎসকরা

চাঁচল, ১৩ জুন ঃ চিকিৎসায় গাফিলতিতে এক যুবকের মৃত্যু ঘিরে মঙ্গলবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। চিকিৎসক ও নার্সদের মারধরের পাশাপাশি ভাঙচুর চালানো হয় হাসপাতালে। প্রতিবাদে এদিন বুকে কালো ব্যাজ পরে প্রতিবাদ দিবস পালন করলেন হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। মঙ্গলবার রোগীর পরিবারের লোকজন চিকিৎসক গৌতম মুখোপাধ্যায় ও সৌভিক বসু সহ তিনজন নার্সকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনার জেরে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা হাসপাতাল ছেড়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে এসডিপিও সজলকান্তি বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ হাসপাতালে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা এদিন বাড়তি নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বুকে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভরতি হন সাদ্দাম হোসেন (৩০)। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার রহমতপুর এলাকায়। রোগীর পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, ভরতি করার পর থেকে সাদ্দামের কোনো চিকিৎসা হয়নি। কার্যত বিনা চিকিৎসাতেই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ মৃত্যু হয় সাদ্দামের। ঘটনার জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন বাড়ির লোকজন। একাধিক ওয়ার্ডে ঢুকে তারা চেয়ার, টেবিল, জানালা, ফ্রিজ, অক্সিজেন সিলিন্ডার প্রভৃতি ভাঙচুর চালায়। অভিযোগ, হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের মারধর করেন তাঁরা। খবর পেয়ে চাঁচলের এসডিপিও সজলকান্তি বিশ্বাস ও চাঁচল থানার আইসি সুকুমার মিশ্র বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছায়। ততক্ষণে হামলাকারীরা অবশ্য পালিয়ে যায়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এসডিপিও জানান, হাসপাতালে এইভাবে ভাঙচুর ও মারধরের ঘটনা ঠিক নয়। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।' রোগী মৃত্যুতে গাফিলতির অভিযোগ অবশ্য মানতে চাননি হাসপাতালের সুপার সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, ওই রোগীকে দুইজন চিকিৎসক দেখছিলেন। কিন্তু তখন করার কিছু ছিল না। গোটা ঘটনা স্বাস্থ্যভবনে জানানো হয়েছে।

চাঁচলে প্রতিবাদে শামিল চিকিৎসকরা। ছবিটি তুলেছেন বাপিকুমার দাস।

স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনের অভিযোগে ধৃত স্বামী

রতুয়া, ১৩ জুন ঃ এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগে গ্রেফতার হল স্বামী। বুধবার সকালে পুখিরিয়া থানার আড়াইডাঙ্গা অঞ্চলের ছাড়ামারি এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

এদিন সকালে শোবার ঘর থেকে উদ্ধার হয় মিনু বিবি (৩৮) নামে এক বধূর দেহ। গৃহবধূর সারা শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন ছিল। স্বামীর অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে প্রতিবাদ করায় ওই বধূকে শ্বাসরোধ করে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এরপরেই স্বামীকে বেঁধে মারধর শুরু করেন প্রতিবেশীদের একাংশ। পরে পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। ধৃত বধূর পরিজনদের অভিযোগ পেয়ে পরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পুখুরিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম শেখ গেদু।

পুখুরিয়া থানার ওসি অভিষেক তালুকদার বলেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। পুলিশসূত্রে আরো জানা যায়, মাদিয়াঘাটের মিনু বিবির প্রায় ২০ বছর আগে বিয়ে হয় পেশায় ছোটো গাড়ির চালক শেখ গেদুর সঙ্গে। তাদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। কিন্তু শেখ গেদু এলাকারই এক মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। স্ত্রী প্রতিবাদ করায় তা নিয়ে নিত্য অশান্তি লেগেই থাকত। বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেশীরা একাধিকবার বসে মীমাংসার চেষ্টা করলেও ফল হয়নি বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার রাতেও বচসার সময় বধূকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এরপরেই এদিন ভোরে তার দেহ উদ্ধার হয়। মেয়েরাও বাবার বিপক্ষে কথা বলায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন বাসিন্দারা।

মৃত গৃহবধূর বাবা বাসেদ আলি জামাইয়ের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'জামাইকে অনেক বুঝিয়েও লাভ হয়নি। কিন্তু ওকে যে মেরে ফেলবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমরা তার কঠোর শাস্তি চাই। পরকীয়ায় আসক্ত হয়ে আমার মেয়ের ওপর অন্যায়, অত্যাচার চালাত। মেয়ে আমাদের টেলিফোনে সব বলত। আমরা জামাইকে নিয়ে বহুবার সতর্ক করেছি। তবুও সে আমাদের কথায় গুরুত্ব দেয়নি। অবশেষে জামাই আমার মেয়েকে খুন করেছে। পুরো ঘটনাটি লিখিতভাবে পুলিশকেও জানিয়েছি।'

– সংবাদ নিউজ সার্ভিস

পেশাদারিত্বের মোড়কে উজ্জ্বল জার্মানি

প্রথম পাতার পর

নিয়ে এতরকম বদল দেখা গেল যে তাদের জন্য যে ভাতুতিঙ্কিতে কেটে গেল প্রায় সারাটাদিন। সকালের অনুশীলন শুরু হল প্রায় এগারোটা নাগাদ। এদিন সাধারণ দর্শকদের অনুশীলন দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়। তবে জার্মানি এমন একটা জায়গায় নিজেদের বেস ক্যাম্পের জন্য বেছে নিয়েছে যেখানে মনে হল না ফুটবল নিয়ে খুব সাংঘাতিক কিছু উন্মাদনা আছে। ফলে জার্মান স্কুল অফ মস্কোর ১০০ টি বাচ্চার চিৎকার, চ্যাঁচামেচি ছাড়া বোয়েতাং, ওজিলদের নিয়ে মাতামাতি শুধুই সংবাদমাধ্যমের। যতই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো থাকুন না কেন, পোর্তুগাল যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের থেকে জনপ্রিয়তায় অনেক পিছিয়ে তা পরিষ্কার হয়ে গেল এদিন জোয়াকিম লো–র দলকে দেখে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের জন্য গোটা জার্মানির তো বটেই, চিন, মেক্সিকো, কলম্বিয়া, রাশিয়া––সব জায়গার সংবাদমাধ্যম যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আলাপ হল ক্রেস্টিনার সঙ্গে। সঙ্গে তাঁর আড়াই বছরের বাচ্চা। স্বামী–স্ত্রী দু'জনেই জার্মানির এক রেডিয়ো চ্যানেলে কাজ করেন। বেবি সিটারকে সঙ্গে নিয়ে দু'জনেই চলে এসেছেন বাচ্চা কোলে। অথচ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের দেখার কোনো আগ্রহ নেই স্থানীয় রুশদের মধ্যে। যা নিয়ে প্রশ্ন হলে জার্মান কোচ অবশ্য বলে গেলেন, 'আমি কোনো তুলনায় যেতে চাই না যে ব্রাজিল এত ভালো ছিল, এই জায়গাটা কেন এরকম। এক একটা জায়গার মানুষ এক এক রকমের হয়। ফুটবলারদের বলেছি, যা তোমাদের হাতে নেই তা নিয়ে অভিযোগ কোরো না।'

যদিও অভিযোগ করার মতো অনেক বিষয় আছে তাঁর নিজেরই। এমনিতেই বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে যে দলে অভ্যন্তরীণ কলহ দানা বেঁধেছে। তার থেকেও বড়ো কথা, বেশ কিছু ফুটবলারের চোট–আঘাত সমস্যা তৈরি করতে পারে। যেমন, এদিনই অনুশীলনে চোট পেলেন ওজিল। তাঁর কি পরিস্থিতি জানতে চাইলে অবশ্য বিশদে গেলেন না লো। বাকিদের নিয়েও তার মন্তব্য, 'আসলে আমরা কালই এখানে এসেছি। গত কয়েকটা দিন ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছিলাম। একটা লম্বা মরশুম কাটানোর পরে ওদের বিশ্রাম দরকারও ছিল। তবে আমি এবং ফুটবলাররা সকলেই খুশি বিশ্বকাপের জন্য এখানে অনুশীলনে নামতে পেরে। কারোরই বড়ো কোনো চোট–আঘাত নেই। ওজিলের এবং ড্রাক্সলারের হালকা লেগেছে। কিন্তু ওজিলের বড়ো কিছু হয়নি। ড্রাক্সলারকে নিয়েও ঝুঁকি নিতে চাই না। খেদিরার ব্যাক প্রবলেম বলে ওর পক্ষে অনুশীলন করা সম্ভব হয়নি। আসলে এখানকার মাঠের ঘাসগুলো একটু ছোটো আর শক্ত। তবে আমার এসব নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই। কারণ, আমরা সব ব্যবস্থাপনা আগেই দেখে নিয়েছিলাম।' তারকা গোলরক্ষক ম্যানুয়েল ন্যুয়েরকে অনুশীলনে দেখে অবশ্য বোঝা গেল তাঁর আর কোনো সমস্যা নেই। তাই তাঁকে নিয়ে কোনো প্রশ্নই উঠল না। তাঁর দলের বোয়েতাং এবং গুনোগাড়কে নিয়ে যে বিতর্কটা পাকিয়ে উঠেছিল সেটাও হেলায় ডজ করে গেলেন, 'ক্লাব ওকে কেন খেলায়নি তা ওর ক্লাব জানে। তাছাড়া ও শপিং করতে গিয়েছিল কিনা বা কী করছিল তা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওর চোট নেই এটুকু আমি জানি।' বিশ্বকাপ হচ্ছে অথচ এখানকার মানুষের তেমন তাপ–উত্তাপ নেই এমন প্রশ্নও বারবার উঠল এদিন। রাশিয়ার পরিবেশ পরিস্থিতির এই বিষয়টা অবশ্য ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে লো বলে দিলেন, 'বল গড়াতে দিন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে। রাশিয়া–সৌদি আরব ম্যাচের পর দেখবেন বিশ্বকাপ যেমন হয় তেমনি চলছে।' বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক মুখে মুখে কোচ তাড়াবার ঘটনা প্রায় বিরল। আর এরকম কাণ্ডই ঘটিয়েছে স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন। লোপেতেগুইয়ের এই বহিষ্কার অবশ্য চমকে দিয়েছে জার্মানি কোচকেও। লো–র মন্তব্য, 'এটা একেবারেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। নতুন যে কোচ হয়েছে সেই ফার্নান্দো হিয়েরো সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। তবে বিষয়টা ওদের একান্তই নিজস্ব। তবে এটুকু বলতে পারি লোপেতেগুই থাকুন বা না থাকুন স্পেন সবসময়ই ভয়ংকর।' একইভাবে এখনই ব্রাজিল নকআউট স্টেজে প্রতিপক্ষ হবে কিনা তা নিয়েও বাড়তি মাথাব্যথা নেই লো–র। স্পেন পারুক বা না পারুক চারবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানির কাঠিন্য এবং পেশাদারিত্ব নিয়ে আশাবাদী হওয়ার লোক বড়ো কম নেই। আর তার জন্যই তো বারবার বিশ্বকাপে চলে আসেন হেরমুট স্নেইডারের মতো মানুষ। যাকে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জার্সি তুলে দিয়ে সম্মান জানালেন জোয়াকিম লো নিজেই।

ইদ নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় শান্তি বৈঠক চলছে। ছবিটি তুলেছেন পার্থ দাস।

আজ ফল

রায়গঞ্জ, ১৩ জুন ঃ বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হতে চলেছে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্সের ষষ্ঠ সেমিস্টার পরীক্ষার ফলাফল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন, ১৮ জুন ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার কথা থাকলেও কয়েকদিন আগেই ফলাফল বের করে দেওয়া হল। তিনি বলেন, সন্ধ্যাবেলা থেকেই ছাত্রছাত্রীরা ওয়েবসাইটে নিজেদের ফলাফল দেখতে পারবে।

স্প্যানিশ কোচ

প্রথম পাতার পর

পরে ভিনসেন্ট দেল বস্কের স্থানে বসেছিলেন জুলেন লোপতেগুই। স্পেনের বিভিন্ন জুনিয়ার দলকে সাফল্য এনে দিয়ে লা রোজার সিনিয়র দলের দায়িত্বের রাস্তা খুলে গিয়েছিল তার কাছে। লোপতেগুইয়ের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে একটাও ম্যাচে হারেনি স্পেন। টানা ২০ ম্যাচে লা রোজার প্রশিক্ষক হিসেবে অপরাজিত থাকার পরেও বিশ্বকাপের ঠিক আগে তার পরবর্তী দায়িত্ব সম্পর্কে ঘোষণাই কাল হল লোপতেগুইয়ের জন্য। এদিকে, জুলেন লোপতেগুইকে সরিয়ে তার স্থানে বসানো হচ্ছে ফার্নান্দো হিয়েরোকে। স্পেনের স্পোর্টিং ডিরেক্টরের পদ সামলাচ্ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার স্পেন দলকে প্রথমবার ক্রাসনোডারের বেস ক্যাম্পে কোচিং করাতে নামবেন হিয়েরো। আর শুক্রবার পোর্তুগালের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে স্পেনের কোচের পদে অভিষেক হবে তার। বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে কোচকে ঘিরে এমন নাটকে স্পেন শিবিরের ফোকাস যে নড়ে যেতে বাধ্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ২০১৪ সালের মতোই এবারেও যদি ২০১০ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা গ্রুপপর্ব থেকে বিদায় নেয়, তাহলে তার পিছনে বড়ো কারণ হয়ে থাকবে 'লোপতেগুই ইশ্যু'। আর ফেভারিট হয়ে রাশিয়ায় খেলতে যাওয়া লা রোজারা সব বিতর্ক ঝেড়ে ফেলে বিশ্বকাপে দারুণ কিছু করতে পারলে, সেটাও হবে ঐতিহাসিক কীর্তি।

পতিরামে দ্বিতীয় স্ত্রীকে খুনের দায়ে অফিসারের পুলিশি হেপাজত

বালুরঘাট, ১৩ জুন ঃ পতিরামের গৃহবধূ খুনে ধৃত দিবাকর ঘোষ ওরফে পান্নাকে ৬ দিনের হেপাজতে নিল পুলিশ। ১০ দিনের পুলিশি আবেদন খারিজ করে পান্নাকে ৬ দিনের হেপাজতের নির্দেশ দেন জেলা আদালতের মুখ্য বিচার বিভাগীয় বিচারক এইচ ভুটিয়া। এদিন এই খবর জানিয়ে সরকারি আইনজীবী সুভাষ চাকী বলেন, ধৃতের বিরুদ্ধে ৪৯৮ (এ) (বধূনির্যাতন) এবং ৩০২/৩৪ ধারায় মামলা হয়েছে। ৬ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

এদিকে প্রথমদিনের জিজ্ঞাসাবাদে দ্বিতীয় স্ত্রীকে খুন না করার বিষয়ে অনড় থেকেছেন দিবাকর ঘোষ। ডব্লিউবিসিএস অফিসার তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্সিয়াল অফিসার দিবাকর ঘোষ পুলিশকে রূপকথার মোড়কে দুর্ঘটনায় স্ত্রীর মৃত্যুর তথ্য খাড়া করতে চেয়েছেন। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, একটি আবস্তব দুর্ঘটনার তথ্য দিয়েছেন দিবাকর। যার সঙ্গে কোনো সূত্রেরই মিল নেই। দিবাকরের বক্তব্য অনুযায়ী, ঘটনার দিন ট্রেন থেকে নেমে বাড়ি ফিরে স্ত্রী ও মেয়েকে রেখে গাড়ি নিয়ে ফের বালুরঘাট স্টেশন থেকে মাসিকে আনতে যাচ্ছিলেন। ওই সময় স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। স্ত্রী গাড়ির পিছনে চাপতে যান। সিটের ধাক্কা খেয়ে তিনি চাকার নীচে পড়ে যান। এসব কার্যত রূপকথা বলেই অনুমান পুলিশের। ফলে এদিন হেপাজতে নিয়ে প্রকৃত তথ্য খুঁজে বের করার দায়িত্ব বর্তেছে পুলিশের ওপর। পাশাপাশি ঘটনার পর থেকে দিবাকরের মেয়েকে নিয়ে তাঁর মা বেপাত্তা। ঠাকুর মা নাতনির খোঁজ দিবাকরের মাধ্যমে পেতে চাইছে পুলিশ।

এদিকে ধৃতের চরমতম শাস্তির দাবিতে এককাট্টা পতিরাম। নাগরিক সমাজের তরফে গতকাল সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়। আহ্বায়ক বিশ্বজিৎ প্রামাণিক বলেন, অভিযুক্তকে পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে ধরায় খুশি। দিবাকরের চরমতম শাস্তির দাবি করছি।

প্রসঙ্গত, গত ১০ জুন পরিবারের নীচাবন্দর এলাকার গৃহবধূকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় জেলা হাসপাতালে ভরতি করেন স্থানীয়রা। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরদিন গৃহবধূর বাবা অমলেন্দু দত্ত বালুরঘাট থানায় মেয়েকে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন।

বালুরঘাট হাসপাতালে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ড. অমল প্রধান জানান, মৃতদেহের মাথায় এবং শরীরের আঘাত চিহ্ন দেখে দুর্ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না। খুন হলেও হতে পারে।

শোকে মারাই গেলেন সাবানা

প্রথম পাতার পর

তাহলে সেই শিশুর দেহ কোথায়? সাবানার দাদা আবদুল হকের অভিযোগ, আসলে জীবিত বাচ্চা হয়েছিল, সেই বাচ্চা চুরি করা হয়েছে। তারপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে করণদিঘির সাবিনা খাতুনের পরিবারকে ফোন করে জানানো হয় যে, তাদের ভুল করে মৃত শিশু দেওয়া হয়েছিল। তবে বিহারের প্রসূতির পরিবার দুই শিশুরই ডিএনএ পরীক্ষার দাবি তুলেছে। কিন্তু সেটা আদৌও সম্ভব কিনা, এব্যাপারে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে তিনজন নার্সকে শো–কজ করেছে। তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা। সেই মতো মঙ্গলবার বিকেলে উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অনুপ হাজরার নেতৃত্বে দুই সদস্যের প্রতিনিধিদল রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে তদন্ত করতে আসেন। যদিও তদন্তের ব্যাপারে ডা. অনুপ হাজরা কোনো মন্তব্য করতে নারাজ। জেলা হাসপাতাল সুপার গৌতমকুমার মণ্ডল বলেন, মাল্টি অর্গান ফেইলিওরের কারণে ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরো বলেন, সাবানা খাতুন দীর্ঘদিন ধরে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত ছিলেন। এদিন বারোটা নাগাদ সাবানা খাতুনের নিথর দেহকে নিয়ে পরিবারপরিজনেরা বিহারের বারসই থানার বেতনা এলাকার ঘোড়াঠিয়া গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। জেলা হাসপাতাল সুপার গৌতমকুমার মণ্ডল নিজের টাকা খরচ করে সাবানা খাতুনের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। এই প্রসঙ্গে রায়গঞ্জের সাংসদ মহম্মদ সেলিম বলেন, ট্র্যাজেডির ওপর ট্র্যাজেডি। প্রথমেই আমার ওই পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল। তাদের কোনো দোষ নেই। ওই সদ্যোজাত শিশুরও কোনো দোষ নেই। মায়েরও কোনো দোষ নেই। পরিকাঠামো না তৈরি করে ইট–কাঠের নীল–সাদা বাড়ি করে দিদিমণির যে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নাটক করছে, এটা তারই বলি। এখানে নার্সিং টিচিং–এর দরকার ছিল। যা আমাদের সময় ছিল। বর্তমান সরকারের আমলে রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে সেই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বন্ধ রয়েছে। স্পেশালিস্ট ডাক্তার প্রয়োজন ছিল, সেগুলোও নেই। বাচ্চা বদলের ঘটনায় এখন শোনা যাচ্ছে তদন্ত করছি, বদলি করছি, শো–কজ করছি'র মতো শব্দ, কিন্তু যার সন্তান গিয়েছে, যার সন্তান বদল হয়েছে এবং সন্তানের শোকে যাঁর মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের দায়িত্বভার নিতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকেই। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীও বটে। এই ক্ষতির কোনো পূরণ হয় না। জেলা কংগ্রেসের সহসভাপতি পবিত্র চন্দ বলেন, মৃত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। এই সরকার আসার পর থেকেই স্বাস্থ্য পরিসেবার চূড়ান্ত অব্যবস্থা চলছে। দিনের পর দিন রাজ্য জুড়ে হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার নামে যে অরাজকতা চলছে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ আজকের এই মৃত্যু। রাজ্য জুড়ে হয়রানির শিকার হচ্ছে মানুষ। বিজেপির জেলা সভাপতি নির্মল দাম বলেন, রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত গাফিলতির জন্যই শিশুবদলের ঘটনা ঘটেছে। আর তার ফলেই মৃত্যু হয়েছে সাবানা খাতুনের। এই ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করছি। নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিরও দাবি করছি। তৃণমূলের রাজ্য নেতা তথা রায়গঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অরিন্দম সরকার বলেন, বিরোধীরা অপপ্রচার করতেই ব্যস্ত। সিপিএমের আমলে হ্যাজাক ও লন্ঠন জ্বালিয়ে অপারেশন করতে হত। রাজ্যে পরিবর্তন আসার পর স্বাস্থ্যব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে এসএনসিইউ বিভাগ, সিসিইউ বিভাগ সহ একাধিক বিভাগে নিখরচায় চিকিৎসা পরিসেবা দিয়ে যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালগুলি। যা ভারতবর্ষের কোথাও কোনো রাজ্যে নিখরচায় সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু নেই। আমাদের এই রাজ্যে নিখরচায় চিকিৎসা ব্যবস্থা করে দেখিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছেন। আর বিরোধী দলের নেতারা ঈর্ষান্বিত হয়ে উলটোপালটা বকছেন। রায়গঞ্জ হাসপাতালে যে ঘটনাটি ঘটেছে, তা জেলা ও রাজ্য স্বাস্থ্যভবন দেখছে।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

কোচকে বরখাস্ত করা কি বিশ্বকাপে স্পেনের হঠকারী সিদ্ধান্ত ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

প্রায় প্রতি বছর রাজ্যে কোনো না কোনো নির্বাচন থাকার জন্যই কি উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে ?

হ্যাঁ	না
৩৭%	৬৩%

দিনের কথা

বিজেপিতে নেতারা নিজেদের গুরুকে ছেঁটে ফেলেন। বাজপেয়ীজি, আদবানিজি, যশবন্ত সিংজি ও তাঁদের পরিবারকে হেনস্তা আসলে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সংস্কৃতিকে যেভাবে দেখেন তার পরিচয় দেয়।

–রাহুল গান্ধি

(মুম্বইয়ে দলীয় কর্মীদের সভায়)

ছেলেধরা গুজবে গণপ্রহার, প্রাণ গেল যুবকের

প্রথম পাতার পর

নাতিকে তাদের সঙ্গে খুচরো৫০ টাকা আনতে পাঠান। কিন্তু অভিযোগ, ওই পুরুষ ও মহিলা দুলালিদেবীর নাতিকে ৫০ টাকা ফেরতের বদলে গাড়িতে তুলে পালানোর চেষ্টা করে। বুদ্ধির জোরে শিশুটি গাড়ি থেকে লাফিয়ে দৌড়ে প্রাণ বাঁচায়। সেই ঘটনা এলাকায় জানাজানি হয়। দু'দিন বাদেই ওই গ্রামে ফের ওই পুরুষ ও মহিলা চার চাকার গাড়ি করে আসে। তখন মানুষজন ওই দু'জনকে জেরা করলে তারা অসংলগ্ন কথা বলে এবং শিশু চুরির চেষ্টার কথা বললে পালানোর চেষ্টা করে। তখন উত্তেজিত মানুষজন দু'জনকে গণপিটুনি দিয়ে তাদের গাড়িটি ভাঙচুর করে নদীর ধারে ফেলে দেয়। বেগতিক দেখে অমৃতবাবু পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দু'জনকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। দুলালিদেবীর অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দুজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে আদালতে পেশ করে পুলিশ। এই ঘটনার পরেই হবিবপুরে আতঙ্ক যত না ছড়ায়, তার থেকে বেশি ছড়ায় গুজব। কোনো এলাকায় অপরিচিত লোকজন দেখলেই সেখানে জটলা সৃষ্টি হয়। গ্রামের মানুষজন সতর্ক হওয়ার পাশপাশি সেই ব্যক্তির খোঁজখবর নিতে জেরা শুরু করে। এভাবেই চলছিল।

বিভিন্ন এলাকার শুভানুধ্যায়ী মানুষজন ও প্রশাসন সূত্রের খবর অনুযায়ী, সতর্ক থাকা দোষের নয়। কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের বশে নিরীহ মানুষজনকে হেনস্তা বা গণপিটুনি দেওয়া ঠিক নয়। কারণ, ছাতিয়ানগাছি এলাকার ঘটনার পরদিনই বুলবুলচণ্ডী এলাকায় একজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে শিশু চোর সন্দেহে হেনস্তা করা হয়। পুলিশ ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করলে জানা যায়, আসলে তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন। সেদিন রাতেই পের মধ্যম কেন্দুয়া এলাকায় একজন মহিলাকে শিশু চোর সন্দেহে মারধর করা হয়। সেখানেও পুলিশ পৌঁছে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে জানতে পারে, ওই মহিলাও আসলে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন। একের পর এক এমন অবাঞ্ছিত ঘটনায় হবিবপুরের পুলিশ প্রশাসন সোমবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকে। সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানরাও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, শিশু চোর গুজবে যাতে কোনো নিরীহ মানুষকে নিগৃহীত হতে না হয় বা জনরোষের মুখে পড়তে না হয় তা দেখার দায়িত্ব সকলেরই। শুধুমাত্র গুজব ও সন্দেহের বশে কাউকে গণপিটুনি দেওয়া যাবে না। কারণ,তাতে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। তবে যদি কোনো অপরাধমূলক ঘটনা নজরে আসে, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনকে জানাতে হবে। পুলিশ খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হবিবপুরের পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাড়িতে মাইক বেঁধে মঙ্গলবার হবিবপুরের বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে প্রচার করা হয়। যাতে গুজব বা সন্দেহের বশে শিশু চোর বলে কাউকে গণপিটুনি দিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেও শিশু চোর সন্দেহে এক অজ্ঞাত পরিচয় মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে নির্মমভাবে গণপিটুনি দিয়ে মৃত্যু রোধ করা গেল না বলে আক্ষেপ পুলিশ প্রশাসনেরও। বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ি সদস্য মনোজিৎ ভগত বলেন, শুধুমাত্র শিশু চোর সন্দেহে গণপ্রহারে একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মৃত্যুর ঘটনা মর্মান্তিক ও দুঃখজনক। মনোজিৎবাবু বলেন, তিনি শুনেছেন বুলবুলচণ্ডী ডুবাপাড়া এলাকায় ওই মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছিলেন। শিশু চোর সন্দেহে ওই ব্যক্তিকে একটি লাইট পোস্টে বেঁধে নির্মমভাবে মারা হয়। শুভানুধ্যায়ীদের উদ্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। অথচ পুলিশ প্রশাসন মঙ্গলবারও গাড়িতে মাইক বেঁধে গ্রামেগঞ্জে প্রচার করেছে শিশু চোরের গুজবে কান দিয়ে কোনো নিরীহ মানুষকে নিগৃহীত না করতে। কিন্তু সব প্রচার বৃথা গেল শুধু গুজবের জেরে।

হবিবপুরের বিডিও শুভজিৎ জানা বলেন, কিছুদিন থেকেই হবিবপুর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় শিশু চোরের গুজব চলছে। একাধিক জায়গায় কয়েকজনকে গণপিটুনিও দেওয়া হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন। গুজবে কান না দিতে এবং আইন নিজের হাতে না তুলে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে তিনি পঞ্চায়েতস্তরে খবর দিয়েছেন, যাতে মানুষের কাছে বার্তা যায়। বুধবারও তিনি ব্লক অফিসে একটি বৈঠক করেছেন গুজবে কান না দেওয়ার বার্তা দিতে। আইন নিজের হাতে যেন কেউ না তুলে নেয়, তা খেয়াল রাখতে। তারপরও এদিন বুলবুলচণ্ডী ডুবাপাড়া এলাকায় মর্মান্তিক ও অমানবিক ঘটনা ঘটে গেল। একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র শিশু চোর সন্দেহের বশে গণপিটুনি দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হল। এটা কখনোই কাম্য ছিল না। যা ঘটে গেল তা দুঃখজনক। তবে তিনি শিশু চোরের গুজবের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান বন্ধ করবেন না। প্রয়োজনে গাড়িতে মাইকিং–এর পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে সচেতনতামূলক বৈঠক করা হবে।

এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, গণপিটুনিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনো জানা যায়নি। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর ওই ব্যক্তির পরিচয় জানার সবরকম চেষ্টা করা হবে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। এই ঘটনায় তদন্তের পাশাপাশি শিশু চোর সন্দেহে গুজবের বিরুদ্ধে প্রচার চলবে।